I R.N N0. 2532/57 | Ph-266228(Press), STD 03483, M-8436330907 P. Regd. No.MSD/05/2010-12

উন্নতমানের পাগ মিল চিমনী ইটের জন্য যোগাযোগ করুন।
ইউনাইটেড ব্রীক্স
ওসমানপুর, পোঃ – জঙ্গিপুর
(মুর্শিদাবাদ)
ফোন নং – 03483-264271
M- 9434637510
পরিবেশ দূষণ মুক্ত করতে বৃক্ষরোপণ করুন। ভু-গর্ভস্থ জলের অপচয় রুখতে বৃষ্টির জল সংরক্ষণ করুন।

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W.B)
প্রতিষ্ঠাতা – স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)
প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং-১২/১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক অনুমোদিত)
ফোন ঃ ২৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ।। মুর্শিদাবাদ
সোমনাথ সিংহ - সভাপতি
শত্রুঘ্ন সরকার - সম্পাদক

১০২ বর্ষ
৬ষ্ঠ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ১৫ই আষাঢ় ১৪২২
১লা জুলাই ২০১৫
নগদ মূল : ২ টাকা
বার্ষিক ১০০, সডাক ১৮০ টাকা

ভোট রাজনীতিতে নিকাশী ব্যবস্থা বানচাল, একটু বৃষ্টিতে ডুবছে এলাকা

নিজস্ব সংবাদদাতা : ২৫ জুন সন্ধ্যে থেকে ২৬ জুন দুপুর পর্যন্ত টানা বৃষ্টিতে জঙ্গিপুর এলাকার নিকাশী ব্যবস্থা ধ্বসে পড়েছে। ১৭,১৮,১৯,২০ নম্বর ওয়ার্ডের অনেক পল্লীর জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। ১৭ নম্বর ওয়ার্ডের পূর্বতন লালি বিস্কুট কারখানার পেছন থেকে মনসাতলা--কোথাও এক বুক, কোথাও এক হাঁটু জল। প্রায় লোকের বাড়ীর মধ্যে নোংরা জল ঢুকে গিয়ে এক অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ তৈরী করেছে। রঘুনাথগঞ্জ হাই স্কুলের নতুন বিডিং-এর মধ্যে জল থৈ থৈ করছে। যার ফলে ক্লাস হয়নি। 'ঐ ওয়ার্ডে হিউম পাইপ বসিয়ে জলনিকাশী ব্যবস্থা চালুর পর থেকেই এই নরক যন্ত্রণা পোহাতে হচ্ছে আমাদের' বলে জানান এলাকার বাসিন্দা মোহন চ্যাটার্জী। ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের গোয়ালপাড়া এলাকারও একই অবস্থা। জল নিকাশীর সব রাস্তা ব্যক্তিগত স্বার্থে ও কাউন্সিলারদের মদতে বন্ধ করে দিয়েছে অনেকেই। বাজারপাড়া প্রাঃ বিদ্যালয়ের পাশের জলনিকাশী পথ বন্ধ করে দেয়ায় মাছের বাজার সংলগ্ন পদ্মপুকুরের জল ১৭ নম্বর ওয়ার্ডের রাস্তা উপচে পাশের পুকুরে পড়ছে। দরবেশপাড়া দিয়ে বাজারে যাবার রাস্তা ডুবে গেছে। পুকুরে জমে থাকা মাছের পচা ক্রেটের দুর্গন্ধ সহ্য করতে হচ্ছে মানুষকে।

(শেষ পাতায়)

স্বামীর যাবজ্জীবন কারাদণ্ড, জজের কাছে স্ত্রীর আবেদন-- ওর ফাঁসি হোক

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুরের এ্যাডিঃ ডিষ্ট্রিক্ট সেসন জজ দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায় ২৫ জুন খুনের অপরাধী সুতী থানার সাদিকপুর গ্রামের টিঙ্কু মাহারাকে ৩০২ ধারায় যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ দেন। খবর, টিঙ্কু মাহরা তার শালা ঐ থানার বাগশিরাপাড়ার প্রয়াত সন্দীপ দাসের ছেলে বাপ্পাকে ২৫ ডিসেম্বর '১৩ হিসেবপত্র দেখার জন্য তার বাড়ীতে আসতে ফোন করেন। ওরা দু'জনে বাইরে রাজমিস্ত্রীর লেবার সাপ্লায় দিতেন। টিঙ্কুর স্ত্রী সদ্য প্রসবা সুমিত্রা ওই সময় মায়ের কাছে বাগশিরাপাড়ায় ছিলেন। বাপ্পা জামাইবাবুর ফোন পেয়ে যথারীতি সাদিকপুর গেলেও সন্ধ্যের পরও বাড়ী ফেরে না। এই অবস্থায় সুমিত্রা প্রতিবেশী মানব দাসের ফোন থেকে টিঙ্কুকে ফোন করে বাপ্পার কথা জানতে চান। উত্তরে টিঙ্কু স্ত্রীকে জানান বাপ্পাকে হাঁসোয়া দিয়ে তিন টুকরো করে জমিতে ফেলে দিয়েছি। এই কথা শুনে সুমিত্রা, তার মা ও কাকা কিছুক্ষণের মধ্যে ঘটনা স্থলে এসে প্রভাত দাসের হলুদের জমি থেকে

(শেষ পাতায়)

মহতী প্রচেষ্টায় অনেকে খুশি

নিজস্ব সংবাদদাতা : হাই স্কুল, জুঃ হাই স্কুল এবং মাদ্রাসাসহ জঙ্গিপুর মহকুমার ১৭৪টি স্কুলের প্রধান শিক্ষক বা ভারপ্রাপ্ত শিক্ষকরা গত ১০ জুন রঘুনাথগঞ্জ হাই স্কুলের নতুন বিল্ডিং এ এক আলোচনা সভায় সমবেত হন। সভায় আহ্বায়ক ছিলেন জঙ্গিপুরের সহকারী বিদ্যালয় পরিদর্শক (মাধ্যমিক) পঙ্কজকুমার পাল। সভায় ১) ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত স্কুলের তালিকা। ২) কন্যাশ্রী প্রকল্প। ৩) রাজ্য খো খো ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। ৪) গেষ্ট টিচার নিয়োগ। ৫) পঞ্চম--অষ্টম পর্যন্ত নো ডিটেনশন ইত্যাদি ১৮টি বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। কোন দুঃস্থ ছাত্র-ছাত্রীর পয়সার অভাবে যেন পড়াশোনা বন্ধ না হয় সে ব্যাপারে

(শেষ পাতায়)

শহরে মদের ঠেক

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ মধুসূদন পল্লীর নির্জন পুকুরের পারে সন্ধ্যে থেকে অনেক রাত পর্যন্ত মদের আসর নিয়মিত বসছে। মদ্যপরা চিৎকার চেঁচামেচি না করলেও এলাকার পরিবেশ দূষিত হচ্ছে বলে স্থানীয় কারো কারো অভিযোগ। নবাগত আই.সির দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

দোতলা বাড়ি
রঘুনাথগঞ্জ তুলসীবিহারবাটী সংলগ্ন তরকারি বাজারের রাস্তায় ৩ শতক জায়গার উপর নিচে দুটো ফ্ল্যাট ও দোতলায় দুটো ফ্ল্যাট (মোট ১০টি ঘর), তিনতলায় বিশাল ছাদ বিক্রি আছে।
৮৪৩৬৩৩০৯০৭
দেখার সময়– সকাল ৮–১০টা

বিয়ের বেনারসী, স্বর্ণচরী, কাঞ্জিভরম, বালুচরী, ইক্কত বোমকায়, পৈটানি, আরিষ্টিচ, জারদৌসী, কাঁথাষ্টিচ গরদ, জামদানী, জ্যাকার্ড, মুর্শিদাবাদ সিল্ক শাড়ী, কালার থান, মেয়েদের চুড়িদার পিস, টপ, ড্রেস পিস, পাইকারী ও খুচরো বিক্রী করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।
ঐতিহ্যবাহী সিল্ক প্রতিষ্ঠান
গৌতম মনিয়া
ষ্টেট ব্যাঙ্কের পাশে [মির্জাপুর প্রাইমারী স্কুলের উল্টো দিকে (এ.সি.)]
পোঃ-গনকর (মুর্শিদাবাদ) ফোন:২৬২০৪১/২৬২১৭৬, মোবাইল-৯৪৩৪০০০৭৬৪/৯৩৩২৫৬৯১৯১
।। পেমেন্টের ক্ষেত্রে আমরা সবরকম কার্ড গ্রহণ করি।।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৫ই আষাঢ়, বুধবার, ১৪২২

বাঙালী রসনায় ইলিশ

বাঙালীর পাতে মাছ ভাত তাহার রসনা তৃপ্তির উপাদেয় উপকরণ। আর পাঁচটি ব্যঞ্জনের প্রয়োজন হয় না যদি ভাতের সঙ্গে থাকে দুই এক টুকরো মাছ। বাঙালী শুধু ভেতোই নয় মেছোও। কাজে কর্মে উৎসবে অনুষ্ঠানে খাবারের মেনুতে মাছের উপস্থিতি বা অধিষ্ঠান একান্তই অপরিহার্য্য। কাহারও কাহারও নিকটে মাছ নাকি শুভদা, সুলক্ষণা। বিবাহ অনুষ্ঠানে মাঙ্গলিকতার প্রতীক বলিয়া বিবেচিত। "প্রাকৃত পৈঙ্গল" গ্রন্থে এইরকম একটি ছবি দেখিতে পাওয়া যায়। চিত্রটি গার্হস্থ্য। স্ত্রী স্বামীর পাতে যে খাদ্য পরিবেশন করিতেছেন তাহাতে আছে ভাত, দুধ, ঘি ও মাছ। পরম ভাগ্যবান স্বামী তাহা ভোজন করিয়া শুধু ক্ষুধাবৃত্তি নয়, রসনাও করিতেছেন। ইহাতো সাহিত্যের কথা। বাস্তবে এই বঙ্গদেশে এমন একটি দিন ছিল যখন বাঙ্গালীর অনেকেরই ঘরে থাকিত গোলাভরা ধান, গোয়ালভরা গোরু, এবং পুকুরভরা মাছ। সেদিন বিগত। এখন সাধ্যানুসারে বাঙালী গৃহস্থকে হাটবাজার হইতে তাহা সংগ্রহ করিতে হয়। বাঙালীর অতি আদরের মাছ এখন দরে নাগালের বাহিরে। দেখিয়া শুনিয়া, নাড়িয়া চারিয়া পকেটের অসঙ্গতিতে লোল সংবরণ করিয়া মেছো বাঙালীকে ফিরিয়া যাইতে হয়। বাড়ীতে যেদিন মাছ আসে সেদিন একটা ছোটখাটো উৎসবের মেজাজ।

যদি তাহা ইলিশ হয় তবে তো আর কথায় নাই। জলের রূপালী ফসল ইলিশ। গঙ্গা পদ্মায় তাহার অবস্থান। আজকাল মাছের বাজারে তাহাদের বিরল সাক্ষাৎ ঘটে। বছরের বেশীর ভাগ সময়েই সে দুর্লভ দর্শন। কখনও সখনও তাহার অভ্যুদয় ঘটিলেও তাহা উদার অভ্যুদয় নহে। আর মূল্যে তো অমূল্য বা দুর্মূল্য। রসনায় লালসা উদ্রিক্ত হইলেও পকেটেরও গরম তাপমাত্রা থাকা প্রয়োজন। না হইলে দর্শনেই রসনার তৃপ্তি ঘটাইতে হয়। বাঙালীর কাছে একটি খবর সুখবর কিনা জানিনা একটি সংবাদপত্রের খবরে প্রকাশ ইলিশের আকাল আর থাকিবে না। বাংলাদেশ হইতে ইলিশ আমদানীর উদ্যোগ গ্রহণ করিয়াছে রাজ্য সরকার। বাংলাদেশের ইলিশ আকারে বড়ো না হইলেও দরে তাহারা দীর্ঘায়ত। বর্ষা শুরু হইলেও বাজারে ইলিশের আমদানি তেমন নাই বলিলেই চলে। তাহার নাগাল স্পর্শ করা সাধারণ গৃহস্থ পরিবারে হয়ত দুঃসাধ্য। তাহা হইলে কি ? রোজ রোজ না হউক একদিন তো পাতে পাইতে কাহার না ইচ্ছা হয় ! বাঙালী যে ভোজন রসিক। রসনা তাহাদের কম নয়। যাহাদের সম্পর্কে বলা হয় তাহারা নাকি ঋণ করিয়া ঘি খায়--সুতরাং তাহারা দর বেশী বলিয়া ইলিশকে অনাদরে ঠেলিয়া রাখিবে না। রান্নার বহুমাত্রিক পদবাচ্য ইলিশ তাহাদের রসনা তৃপ্তিতে একম্ এবং অদ্বিতীয়ম।

চলতে ফিরতে

আশিস রায়

মোড়ের কাছে মনোহারি দোকানটা। আমার বন্ধুর দোকান। খদ্দের তেমন নেই। ওর সঙ্গে গল্প করছি। একটা লোক দোকানের ঠিক সামনে এসে কি ভেবে থম্‌কে দাঁড়াল। লোকটা মাঝবয়সী। পরনে খাটো ধুতি-গায়ে চাদর জড়ানো। মুখের দিকে তাকিয়ে মনে হল খুব নির্বিকার। দোকানের সিঁড়িতে দুধাপ উঠেই লোকটা নেমে গেল --একটু দাঁড়াল। আবার সিঁড়ির প্রথম ধাপে উঠে ফের নেমে গেল। একটু দাঁড়াল। আবার পরক্ষণেই আরও একবার দোকানের বারান্দায় উঠে রাস্তায় নেমে হাঁটতে শুরু করল। একটু থেমে থেমে লোকটা হাঁটছে--মাঝে মাঝে পিছন ফিরে তাকাচ্ছে। আবার হাঁটছে।

বেদম কৌতূহল হল। উঠে দাঁড়িয়ে দেখছি লোকটা আবার ঘুরে আসছে। খানিকটা এসে আবার ফিরে গেল। ওকে আর দেখা গেল না। বন্ধুকে জিজ্ঞেস করলাম--ব্যাপারটা কি ? লোকটা-ই বা কে ?

বন্ধু একটু হাসল। বলল--মাঝে-মাঝে ও আসে। বোধহয় মানসিক রোগে ভুগছে। বাড়ি মির্জাপুর। আগে নাকি বাড়িতে বসে তাঁত বুনত। পোষায়নি বলে নাকি তাঁত বোনা ছেড়ে এখন ঐ রকম ঘুরে ঘুরে বেড়ায়।

বাড়ি ফেরার পথে হাঁটতে হাঁটতে ভাবছি কতরকম কষ্ট যে মানুষের। তবে কষ্টের বোধটা এই ধরনের মানুষের থাকে কিনা জানিনা। পাগলের তো থাকেই না শুনেছি। নিজের মনে

(শেষ পাতায়)

বল বল বল সবে

শীলভদ্র সান্যাল

বল বল বল সবে, চিৎকার কলরবে
ভারত আবার এই দুনিয়ায় নাম্বার ওয়ান হবে।
পরিধেয় ধবধবে সাধুবেশে চোর হবে,
ফাটকে ঢোকার আগেই সু-জন আগাম জামিন লবে।
দাপটে পৃথিবী উঠিবে শিহরি হাতজোড় করি সব থরহরি
সাইরেন হাঁকি পথের উপরি ছুটিবে কনভয় বাহিনী।
কুর্সিতে বসি কত না কিস্‌সা ,খাবে-কাট্‌মানি, লইবে হিস্‌সা
ফরেন যাবার লভিবে ভিস্‌সা, রুচিবে পুণ্য কাহিনী।

বল বল বল সবে, বিপুল ঢক্কা রবে
তামাম বিশ্ব মাঝারে ভারত আবার টপার হবে।
নেতা কল্পতরু হবে বাছা বাছা বুলি কবে
ওদিকে সুইস্ ব্যাঙ্কের টাকা ক্রমে ক্রমে ভারি হবে।
দাদারা থানায় করিবে সর্দারি রোমিও টানিবে দ্রৌপদীর শাড়ি
বিষাক্ত ম্যাগি-মাদারডেয়ারি দেশভোরে বেনো জলে।
ভোটের পূর্বে ফুলাইবে-ছাতি গদিতে বসিলে সব রাতারাতি
ভুলে গিয়ে হবে এক লাখি-হাতি, টিকে রবে ছলেবলে।

বল বল বল সবে হাজার কণ্ঠ রবে
ভারত আবার সবার উপরে নিজ শির তুলি রবে।
মহান আঁতেল সবে লেক্‌চারে বড় হবে
ঠেকায় পড়িয়া 'ইতি গজ' হ'য়ে নয়ন মুদিয়া রবে।
সর্বগুণাধার ধর্মের ষাঁড় বৃহল্লাঙ্গুল নয়া অবতার
ভিলেন ঠেঙান হ'য়ে সর্দার করিবেন জনসেবা।
পরের শিরেতে মারিয়া মুগুর লেলাইয়া দিয়া পথের কুকুর
কাটাইয়া দিবে দুগ্ধপুকুর এমন হইবে কে বা !

বল বল বল সবে কর্ণবিদারী রবে
ভারত সবারে টক্কর দিবে কী বিপুল গৌরবে !
বাণীর মহোৎসবে মুখ যে মুখোশ হবে
পাড়ায়-পাড়ায় শিলা উঠে কত আগাছায় ভরে রবে !
তলায়-তলায় করিয়া দোস্তি নেতারা সভায় করিবে কুস্তি
মো-সায়েব সহ করিবে মস্তি ডুবে ডুবে পানি খাবে।
সারা দেশ জুড়ি মহা ধুমধাম করিবে সবাই যোগ-প্রাণায়াম
স্কাম-যোগে হ'য়ে কঠিন ব্যারাম দেশ জাহান্নাম যাবে।।
বল বল বল সবে...

চিঠিপত্র

(মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব)

যোগ-আসন বিতর্ক

কোথাও কোথাও বলা হচ্ছে যোগাসন কয়েক হাজার বছরের প্রাচীন। এটার সঙ্গে ধর্মের কোন যোগ নেই। কথাটা কিছুটা সত্য বটে। বহু প্রকার যোগাসন রয়েছে এবং এটা শরীর সুস্থ রাখার একটা মাধ্যম ঠিকই। ভারতের সভ্যতা প্রায় সাত হাজার বছরের পুরোনো। হরপ্পা-মহেঞ্জোদাড়ো সভ্যতা বা সিন্ধু প্রদেশে মিলেছে। এখানে বহু শীলমোহর পাওয়া গেছে। তার মধ্যে একটায় যোগির মূর্তি রয়েছে। বৌদ্ধধর্ম গ্রন্থে বা বুদ্ধদেব সম্পর্কিত গ্রন্থে জানা যায় গৌতম বুদ্ধের আগমনের আগে প্রায় বিশ বাইশ জন বৌদ্ধ অর্থাৎ যোগী-জ্ঞানীর আগমন ঘটে। এটা জাতকে রয়েছে। সব শেষ জাতক গৌতম বুদ্ধ ভগবান বুদ্ধ। অবশ্যই বলতে পারি ভগবান বুদ্ধের ধ্যানমগ্ন মূর্তি একপ্রকার যোগাসন বটে। দেহ মাত্রেই রোগের মন্দির। এবং এই মন্দিরকে সুস্থ রাখার নানা উপায় আবিষ্কার হয়েছে। তার মধ্যে যোগাসন অন্যতম। বিভিন্ন প্রকার যোগাসনে দেহের মনের শরীরের নানা রোগমুক্তির মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করেছে। তবে বিতর্ক যে একেবারেই নাই তা বলা যাবে না। কারণ ভারতীয়রা সব জিনিষে রাজনীতি দেখেন। এবং এই যোগের মধ্যেও সেটা দেখা গেছে। সেটা অবশ্য ইতিহাস না জানার কারণেই। বিশ্বাস না হলে একজন নিষ্ঠাবান মুসলমানকে জিজ্ঞেস করে জেনে নিন নামাজ পড়াটাও একটা যোগাসন ভিন্ন কিছু নয়। এতে শরীর মন দেহ অনেকটা হালকা হয়--সুস্থ হয়। শেষে বলি--যোগাসনের সঙ্গে পতঞ্জলীর নাম যুক্ত আছে। কিন্তু ঐ সময়ে হিন্দু বা হিন্দুধর্ম বলে কিছুই ছিল না। এই হিন্দু শব্দটা দশ বারোশো বছর আগে এদেশে চালু হয়। দিয়েছিল আরবের জাহাজ বা পোত ব্যবসায়িরা এবং তা খুবই তুচ্ছার্থে।

তুলসীচরণ মণ্ডল, ধনপতনগর

এপার বাংলায় ইলিশের দেখা মেলা ভার। মৎস্যজীবীরাও হতাশ। নদীও কৃপণা। কোলাঘাট, দীঘা, রূপনারায়ণের তীরেও ইলিশের বিরল সাক্ষাৎ। দরে এবং আদরে কৌলিন্যের শিরোপা পাওয়া ইলিশ এদেশের নদী বন্দরে বাজারে হাটে শুধু দুর্মূল্যই নয়, দুর্লভও বটে। কে জানে ইলিশ একদিন ইতিহাস হইয়া যাইবে কিনা।

JANGIPUR URBAN CO. OP. CREDIT SOCIETY LTD.

Raghunathganj, Murshidabad

BALANCE SHEET 2013-14

LIABILITIES		ASSETS	
AUTHORISED SH. CAPITAL		CASH IN HAND	963402
A CLASS @25 EACH	7000000	CASH AT BANK	
B CLASS @ Rs 100 EACH	3000000	SB DEPOSITE	234127
PAID UP SHARE CAPITAL	2202049	SHG	270049
RESERVE & FUND		CURRENT WITH CCB	1095358
		CURRENT WITH SBI	1364565
RESERVE FUND	1687287	CURRENT WITH UBI	648809
BAD DEBT FUND	2478117	SB WITH AXIS	8487744
WELFARE FUND	2820685	CR WITH AXIS	850418
		SB With IDBI BANK	1338691
DEVELOPMENT FUND	1600000	SUSPENSE CO.OP Education Fund	7500
BUILDING FUND	3468804	**INVESTMENT & DEPO**	
DIVIDEND FUND	330294	SHARE WITH CCB	1750100
GRATUITY FUND	2028100	FD WITH CCB	5633400
PENSION FUND	583685	CC WITH CCB	5428924
AGM FUND	972241	RESERVE FUND	732000
DEPOSITE			
SAVINGS	14504575	LOAN & ADVANCE	
RECURRING	5058025	CASH CREDIT	39515812
FIXED	18762897	LAD	34510001
CURRENT A/C	2285484	OVER DRAFT	32244877
MINI DEPOSITE	782475	CHQ DISCOUNT	184385
MIS	20967294	LSE (SALARY EARNER)	2975509
SHG GROUP	207722	MTL	16575400
M.D SUSPENCE	959161	WORK ORDER	610142
CASH CERTIFICATE	25854097	SJSRY	14343
BORROWINGS		SHG LOAN	468383
CASH CREDIT	31055692	SHORT TERM	2248607
(Lad/512-2620000)	2570000	ADV RECOV	176071
		ADV LABOUR	40000
OTHER LIABILITIES		ADV/PUJA	118254
INFRA STRUCT GOVT. OF W.B.	133000	NON EARNING ASSETS	
MICO INSURANCE :-	53712	LAND	2291300
EXCESS CASH	987	BUILDING (LESS DEP 2.5%)	3293480
INT PROVISSION	5175104	BOOKS	945
NPA PROVISSION	3482992	FURNITURE & DEAD STOCK	547402
Prov. For discripency	5800000	LESS DEPRICIATION 10%	
BRANCH A/C	3305963	COMPUTER	33846
		LESS DESCRIPTION-30%	
PAYABLE		AIR CONDITION	152760
AUDIT FEES	13080	CCTV	50825
CO OP EDU FUND	22500	**OTHER ASSETS**	
LOCKER RENT	500	LIC (JIBAN MADHUR)	0
PAY ORDER	1458193	CHEQUE SUSPENCE	91236
INTEREST to CCB	3419872	BRANCH A/C	0
OFFICE RENT	57250	Other Assets	238330
GIFT CHEQUE	4161	(locker, almira etc)	1000
U/D PROFIT	6543651	**RECEIVABLE**	
		INT ON LOAN & ADVANCE	291053
TOTAL	**170649649**	INT ON DEPO & INVESTMENT	2551141
			17064964

Secretary
Jangipur Urban CO-OP
Cr Society Ltd.

Chairman
Jangipur Urban CO-OP
Cr.Society Ltd.

Manager
Jangipur Urban CO-OP
Cr.Society Ltd.

Senior Auditor, Grade-II
Sadar Sub-Division
Murshidabad

ভোট রাজনীতি.....(১ পাতার পর)

ম্যাকেঞ্জী এলাকার ফিল্ডকলোনীর অনেকের বাড়ীর মধ্যে জল। রাস্তার ধারের নয়নজলিগুলো বাধা পাওয়ায় জল বার হতে পাড়ছে না। হাসপাতাল চত্বরের ওষুধের দোকানগুলো ডাক্তারদের বসার চেম্বার করেছে জলনিকাশী নর্দমার ওপর। আর এই কাজের জন্য পুর কর্তৃপক্ষ নাকি অনুমতিও দিয়েছে। এর তদন্ত প্রয়োজন। অন্যদিকে জেলা পরিষদের নয়নজলির ওপর নির্মিত দোকানগুলোও নিচে চেম্বার বাথরুম পায়খানা তৈরী করে জল আসা যাওয়ার পথ বন্ধ করে দিয়েছে। হাসপাতালের মধ্যে এল এণ্ড টির নবনির্মিত বিল্ডিং তৈরী করতে গিয়ে বালি, সিমেন্ট, কাঠ সব কিছু নয়নজলির মধ্যে জমে থেকে জল চলাচল বন্ধ করে দিয়েছে। ২৬ জুন জঙ্গিপুরের মহকুমা শাসক ও ভাইস চেয়ারম্যান বিভিন্ন এলাকা ঘুরে কিভাবে নিকাশী ব্যবস্থাকে বানচাল করা হয়েছে প্রত্যক্ষ করেন। এ প্রসঙ্গে ভাইস চেয়ারম্যান সুবীর রায় জানান--আগে শহরের জমা জল বিভিন্ন নিকাশীপথ দিয়ে খড়খড়ি নদীতে গিয়ে পড়ত। ওখান থেকে মোগলমারি দিয়ে গঙ্গায় গিয়ে মিশত। আজ ব্যক্তিগত স্বার্থে খড়খড়ি দখল হয়ে গিয়েছে। সুবীর জানান--নিকাশী ব্যবস্থার উন্নতি করতে হলে--জেলা পরিষদ, পি ডবলিউ ডি (রোডস), পি ডবলিউ ডি (সিভিল), মহকুমা শাসক, বিডিও, পুরপর্তি, এসডিপিও প্রত্যেকে বসে আলোচনা করে এর একটা স্থায়ী সমাধানের পথ বার করতে হবে। না হলে টানা বৃষ্টিতে রঘুনাথগঞ্জ শহর ডুববে প্রতি নিয়ত।

স্বামীর যাবজ্জীবন কারাদণ্ড.....(১ পাতার পর)

বাপ্পার তিন টুকরো দেহ উদ্ধার করেন। টিঙ্কু গা ঢাকা দেন। শেষে ১৩ জানুয়ারী '১৪ তিনি জঙ্গিপুর কোর্টে আত্মসমর্পণ করেন। ঐ সময় থেকে হাজাতে ছিলেন। ২৫ জুন টিঙ্কু মাহারার যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ঘোষিত হলে এজলাসে দাঁড়িয়ে তার স্ত্রী তিন সন্তানের মা সুমিত্রা বিচারকের কাছে তার স্বামীকে ফাঁসির আদেশ দিতে করুণভাবে আবেদন জানান। স্বামীর বিরুদ্ধে স্ত্রীর এই আবেদন উপস্থিত সকলকে স্তম্ভিত করে। সরকারী পক্ষে মামলা পরিচালনা করেন বামনদাস ব্যানার্জী।

মহতী প্রচেষ্টা.....(১ পাতার পর)

প্রত্যেকটা স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকাকে তাদের বেতনের ১% টাকা এর জন্য ব্যয় করতে অনুরোধ জানান পঙ্কজবাবু। এই আবেদনে সব স্কুলই নাকি সাড়া দেয়। এবং প্রস্তাব কার্য্যকরী করার প্রক্রিয়াও চালু হয়েছে অনেক স্কুলে।

অত্যাধুনিক স্বাচ্ছন্দ্য ও নিরাপত্তার মোড়কে

হোটেল ইন্ডিগো

(রঘুনাথগঞ্জ বাস স্ট্যান্ডের সন্নিকটে) পোঃরঘুনাথগঞ্জ
(মুর্শিদাবাদ) ফোন-০৩৪৮৩ / ২৬৬০২৩

সাধারণ ও এয়ার কন্ডিশন ব্যসস্থান, কনফারেন্স হল এবং যে কোন অনুষ্ঠানে সু-পরিষেবায় আমরাই এখানে শেষ কথা।

চলতে ফিরতে .....(২ পাতার পর)

হাসে--আচমকা চেঁচিয়ে ওঠে। সে কি কষ্টের জন্যে ? কে জানে। তবে ওদের দেখে আমরাই শুধু কষ্টে মরি।

বাড়ির কাছাকাছি এসে গিয়েছি। চোখে পড়ল পাঁচিলের গা ঘেঁষে একজন দাঁড়িয়ে আছে। বঙ্কুর দোকানে যাকে একটু আগে দেখে এলাম তাকে আমি আগে কখনো দেখিনি--চিনতামও না-একে অনেকদিন ধরে চিনি-জানি। প্রায়ই আমাদের বাড়ির পাঁচিল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে থাকে--বিড়-বিড় করে কত কি বকে যায়। মাঝে মাঝে বিড়ি টানে। লোকটা এ তল্লাটের লোকেদের খুব চেনা। ওর বাড়ি গঙ্গার ওপারে। বরজে। আগে গামছা-কাপড়ের ব্যবসা করত। লোকসানের দায়ে সব বেচে দিয়ে এখন রাস্তায় ঘোরে। থুতনির নিচে অল্প দাড়ি--নীলরঙের লুঙ্গি পরা। এখানকার লোকেরা ওর নাম রেখেছে--"বুদ্ধি করে"।

নামকরণটা অদ্ভুত। কিন্তু অনর্থক নয়। দোকানে চায়ের ভাড় কেউ উল্টে ফেলেছে দেখলে লোকটা বলে--একটু বুদ্ধি করে খেতে হয়। ছোট মেয়েটা পাঁচিলের ফাঁক দিয়ে হাত ঢুকিয়ে অনেক কষ্টে ফুল তুলছে দেখলে বলে--একটু বুদ্ধি করে তুলতে হবে ! আলগোছে জল খেতে হলে বুদ্ধি করে খেতে হবে--ঘুমোতে গেলে বুদ্ধি করে শুতে হবে--মেয়েদের দিকে একটু বুদ্ধি করে তাকাতে হবে--এরকম কত কথা-ই সে বলে। এই পাগল মানুষটার আসল নামটা কবে হারিয়ে গেছে। এখন সবাই ওকে "বুদ্ধি ক'রে" নামে ডাকে।

আমার আজ কি হয়েছে জানিনা। সমস্ত দিন কাজকর্মের ফাঁক-ফাঁকে ওদের দু'জনের কথা-ই মনের মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে। কি শান্ত আর নির্বিকার ঐ দু'জনের মুখ। মনে শান্তি থাকলে মানুষের মুখ যেমন দেখায়। ঐ দু'জনের মনে যেন কোন কষ্ট-ই নেই। তবে যত কষ্ট কি আমাদের ? আমরা যারা পাগল নই তাদের ? আমরা যারা সুখে আছি তাদের ?

অর্ধ বার্ষিক সাধারণ সভা

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর আরবান কোঃ অপ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ এর অর্ধ-বার্ষিক সাধারণ সভা হয়ে গেল ২১ মে '১৫ জঙ্গিপুর টাউন হলে। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন আরবানের স্থায়ী সভাপতি সোমনাথ সিংহ রায়। ২০১৩-১৪-র অডিট রিপোর্ট পাঠ করেন আরবানের ম্যানেজার শঙ্কনাথ চ্যাটার্জী। বিগত সময়ের কার্য্য বিবরণী ও অন্যান্য কর্মসূচী পাঠ করেন সমিতির সম্পাদক শত্রুঘ্ন সরকার। ঐ দিন ১১৭ জন সদস্য সভায় উপস্থিত ছিলেন বলে খবর।

AFFIDAVIT

Before the Notary Magistrate at Raghunathganj
I Sri Subrata Debnath, son of Late Adhir Debnath, residing at Field Hostel Complex NTPC, Qtr. No.B-206, P.O- Nabarun, Dist- Murshidabad, do hereby solemnly affirm and declare that my daughter studies in class VI DPS in NTPC, SUROLINA DEBNATH and SUROLEENA DEBNATH is the same and on identical person i.e. my daughter.

18.6.2015 Subrata Debnath

জঙ্গিপুরের গর্ব

আমাদের প্রতিষ্ঠান দুপুরে বন্ধ থাকে না।

জঙ্গীপুর গিনি হাউস

শীততাপনিয়ন্ত্রিত শোরুম
আমরা ক্রয়ের উপর ক্রেডিট কার্ড ও ডেবিট কার্ড গ্রহণ করি
গহনা ক্রয়ের উপর ১২ মাস টাকা জমিয়ে ১ কিস্তি ফ্রি পাওয়া যায়।
আপনার প্রিয় শহর রঘুনাথগঞ্জ (দরবেশপাড়া), মুর্শিদাবাদ, Mob-9434442169 /9733893169

দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ- রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন - ৭৪২২২৫ হইতে স্বত্বাধিকারী অনুত্তম পন্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।